অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর
ডায়েরী নং ২২৮৫
তারিখ: ১৯/০৬/২০১৪
যুগ্ম-সচিব প্রশাঃ/পর্যঃ/ নিয়ন্ত্রক
উপ-সচিব প্রশা- ২/৩
উপ-সচিব পর্যঃ ২/সিএ/বিমান

সচিবের দপ্তর
অতিঃ সচিব (প্রশাঃ ও পর্যঃ)
যুগ্ম সচিব (বিমান ও সিএ)
15 JUN 2014
একান্ত সচিব
ডাইরী
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.১৪.৪৬ (২০০)

তারিখঃ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ / ১০ জুন ২০১৪

পরিপত্র

বিষয়ঃ এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজন এবং বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা।

প্রথম অংশ : এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজন সংক্রান্ত নীতিমালা।

এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজন ক্ষেত্রে বর্তমানে সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকায় নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত সংবলিত একটি নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয় বিধায় সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হইল :

(১) এক উপজেলা হইতে অন্য উপজেলায় ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে :

(ক) এক উপজেলার সহিত অন্য উপজেলার কোন ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ড যে উপজেলার সহিত সংযোজন করা হইবে এবং যে উপজেলা হইতে বিয়োজন করা হইবে সেই সকল এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রস্তাবিত সংযোজন না করার কারণে জনগণের অসুবিধা হইতেছে কি-না সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজনে কোন প্রকার আইনগত, টেকনিক্যাল বা প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা আছে কিনা তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে;

(গ) যে উপজেলার সহিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজন হইবে সেই উপজেলা এবং যে উপজেলা হইতে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড কর্তন করিয়া সংযোজন করা হইবে সেই উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা, জনসংখ্যা এবং আয়তন ইত্যাদি ইউনিয়নের নামসহ উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঘ) ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংযোজনের ফলে উপজেলা গঠনের সময় আরোপিত মূল শর্তাদির পরিবর্তন হইবে কিনা উহা বিবেচনায় রাখিতে হইবে;

যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
ডাইরী নং ২১৫৭
তারিখঃ ১৯/০৬/১৪
উপ সচিব
সিঃ সঃ স (প্রঃ-১)
সিঃ সঃ (প্রঃ-১/২)
পি.ও/ প্রঃ ক

(ঙ) প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের ফলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানার বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হইবে কিনা সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত থাকিতে হইবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকার সীমানার সহিত সাংঘর্ষিক কোন প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবে না।

(২) পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২৪-১০-২০০৪ তারিখে জারিকৃত নতুন উপজেলা, থানা এবং তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের সংশোধিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) **এক উপজেলার ইউনিয়ন/ওয়ার্ড অন্য উপজেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া উপজেলা পুনর্গঠনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি :**

(ক) বিবেচ্য এলাকার **মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে শতকরা এক ভাগ ব্যক্তির স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনের ভিত্তিতে** সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই নীতিমালায় বর্ণিত বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে মতামতসহ জেলা প্রশাসকের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন। জেলা প্রশাসক কর্তৃক যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রস্তাবটি যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে তিনি উহা সুপারিশক্রমে বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করিবেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক উক্ত প্রস্তাবের যথার্থতা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মতামতের আলোকে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবটি পরীক্ষান্তে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন 'নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি'র বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিবে। সচিব কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগের সুপারিশ সংবলিত প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর বিবেচনার জন্য চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান করিবে।

দ্বিতীয় অংশ : <u>বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা</u>।

বর্তমানে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত সংবলিত একটি নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয় বিধায় সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হইল :

(১) **বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা পুনর্গঠনের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে :**

(ক) বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উহার যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড-এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করিতে হইবে;

(খ) বিদ্যমান উপজেলার যে অংশ কর্তন করিয়া সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিংবা যে অংশটুকু বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশনের সহিত সংযোজন করা হইবে সেই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, বিদ্যমান উপজেলার অবশিষ্ট অংশের ভৌগোলিক অবস্থান, ইউনিয়নের সংখ্যা, স্ক্যাচ ম্যাপ, আয়তন, জনসংখ্যা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইউনিয়নের নামসহ সন্নিবেশিত করিতে হইবে;

(গ) এই বিষয়ে কোন প্রকার আইনগত, টেকনিক্যাল বা প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা আছে কিনা তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঘ) বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের ফলে উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড গঠনের সময় আরোপিত মূল শর্তাদির পরিবর্তন হইবে কিনা উহা বিবেচনায় রাখিতে হইবে;

(ঙ) প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের ফলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানার বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হইবে কিনা সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত থাকিতে হইবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকার সীমানার সহিত সাংঘর্ষিক কোন প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবে না।

(২) পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২৪-১০-২০০৪ তারিখে জারিকৃত নতুন উপজেলা, থানা এবং তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের সংশোধিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) **বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি :**

(ক) বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের জন্য বিবেচ্য এলাকার **মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে শতকরা এক ভাগ ব্যক্তির স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনের ভিত্তিতে** সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক নীতিমালায় বর্ণিত বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রস্তাবটি বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করিবেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক উক্ত প্রস্তাবের যথার্থতা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মতামতের আলোকে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবটি পরীক্ষান্তে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন 'নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি'র বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিবে। সচিব কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগের সুপারিশ সংবলিত প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর বিবেচনার জন্য বিদ্যমান/নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা লইয়া উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পুনর্গঠনের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান করিবে।

২। জনস্বার্থে এই পরিপত্র জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২১/৭/২০১৪

(এন এম জিয়াউল আলম)
অতিরিক্ত সচিব

বিতরণ :

১। মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন ...... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
.... বিভাগ।

৫। উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (সকল)
.... বিভাগ।

৬। জেলা প্রশাসক (সকল)
.... জেলা।

৭। পুলিশ সুপার (সকল)
.... জেলা।